ভোরের কাগজ

05 JAN 2006

এমপিওভুক্ত না হওয়ায় শিক্ষক-কর্মচারীদের মানবেতর জীবনযাপন

খোলা ঘরে ক্লাস করছে ছাত্রছাত্রীরা —ভোরের কাগজ

ভালুকার ঝালপাজা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় করুণদশায় পতিত

এম. এ মালেক খান উজ্জ্বল, ভালুকা (ময়মনসিংহ) থেকে : উপজেলার ঝালপাজা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের এখন করুণদশা। সরজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, স্কুলটির তিনটি পুরোনো টিনশেড ভবন বর্তমানে ব্যবহারের সম্পূর্ণ অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। পানি চুয়ে পড়ে টিনশেড ও মাটির দেয়ালের [illegible] দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।

ভালুকা সদর থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে অজপাড়াগাঁ ঝালপাজা এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব স্থানীয় শিক্ষানুরাগী আবুল কালাম আজাদ স্থানীয় কয়েকজন শিক্ষানুরাগীর সহায়তায় ১৯৯৮ সালে একর একর জমির ওপর বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। গত ৮ বছরে এ বিদ্যালয় থেকে অসংখ্য মেধাবী ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করে উচ্চতর শিক্ষা জন্য দেশের বিভিন্ন পর্যায়ে নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত। আশপাশের ৮ কিলোমিটারের মধ্যে কোনো মাধ্যমিক বা নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল না থাকায় বিদ্যালয়টির অত্যন্ত গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু বিদ্যালয়টিতে উন্নয়নের কোনো ছোঁয়া লাগেনি গত ৮ বছরেও। [illegible]

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ নজরুল ইসলাম ও সহকারী শিক্ষক নাজমুল আলম সোহাগ জানান, এমপিওভুক্ত না হওয়ায় ৯ জন শিক্ষক ও ২ জন কর্মচারী মানবেতর জীবনযাপন করছেন। পুরোনো জরাজীর্ণ ভবন ৩টির স্বল্পসংখ্যক শ্রেণীকক্ষে ছাত্রছাত্রীদের গাদাগাদি করে বসতে হয়। [illegible] ব্যবহারিক ক্লাস হচ্ছে না। অসংখ্য বইপুস্তক থাকলেও গ্রন্থাগারের অভাবে অফিসকক্ষে থেকে সেগুলো নষ্ট হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কোনো উপকারে আসছে না। একটু বৃষ্টি হলে পানি কেবল শ্রেণীকক্ষেই পড়ছে না তা জমে থাকছে খেলার মাঠে। ফলে বেশির ভাগ সময় খেলাধুলার আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় ছাত্রছাত্রীরা। বিদ্যালয়ে ৯ম শ্রেণী খোলার জন্য আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিদ্যালয় উপ-পরিদর্শক বিদ্যালয়টি পরিদর্শন করেছেন। তা বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এমপিওভুক্ত করার জন্য আবেদন করা হয়েছে। বিদ্যালয়টির কোড নম্বর ২৩২৯

এলাকাবাসীর দাবি, আশপাশে কোনো মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় না থাকায় এ বিদ্যালয়টি সংস্কার জরুরি প্রয়োজন। তা না হলে তাদের ছেলেমেয়েরা বিদ্যালয়ের অভাবে